**হয়তোবা ইতিহাসে নাম লেখা রবে না**

**এটি কোন কাল্পনিক গল্প নয়।**

**আমার শহিদ মুক্তিযোদ্ধা জেঠুর কাহিনি আমি গল্পের মতো** **লিখলাম।**

 **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**"আব্বা আমাদের একটা ডিকশনারি কিনতে হবে৷" ছেলে বলল তার বাবাকে৷**

 **বাবা বলল, আচ্ছা টাকা নিয়ে যাস৷ কিনে নিস৷"**

**লালমতি বেগম, শুনতে পেয়েছিল বাবা - ছেলের কথা৷**

**দিনটা ছিল ঊনসত্তরের কোন এক শুক্রবার৷**

**"ডিকশনারি! এটা কী জিনিস? লালমতি বেগমের মাথায় ঘুরতেছে৷ এটা কী!**

**"কাকে জিজ্ঞাস করা যায়? ছেলেকে জিজ্ঞাস করব? না থাক৷,লজ্জা লাগে৷ ছেলে বাবাকেই জিজ্ঞাস করি!**

**লালমতি, বেগমের স্বামী হাইস্কুলের শিক্ষক! সবাই ডাকে বিএন স্যার৷ লালমতি বেগমের কখনও স্কুলে যাওয়ার সৌভাগ্ হয়নি৷ অক্ষর জ্ঞানও নেই৷ কিন্তু তার স্বামী শিক্ষিত৷**

**শিক্ষিত মানে সত্যিকারের শিক্ষিত৷ স্ত্রী কোন কিছু না পারলে কখনও অবজ্ঞা করেননি৷ বরং নিজ হতে বুঝিয়ে দিয়েছেন ৷ কোন কাজ না পারলে নিজেই করে দিয়েছেন৷**

**লালমতি বেগমের মনে পড়ল, শুধু মাত্র বংশ মর্যাদা দেখেই তাঁর শ্বাশুড়ী মিয়া বাড়ীর মেয়ে, তাঁকে বউ করে ঘরে তুলেছেন৷ লালমতি বেগম ও তার মূল্য দিয়ে যাচ্ছেন ৷ শ্বশুর - শ্বাশুড়ি ,আত্মীয়- স্বজনের সেবায় নিজেকে ব্যস্ত রাখছেন৷**

**একদিন লালমতি বেগমের স্বামী তাঁকে জামা ধুতে দিয়েছিল৷ বাড়িতে মেহমান আসায় খুব ব্যস্ত দিন কাটছিল৷ তাড়াহুড়া করে ধুয়েছে যে, কখন জামায় হলুদ লেগে গেল, খেয়ালই করেননি৷ তার স্বামী তাঁকে বকেননি৷ বরং এর পর থেকে প্রায়ই নিজের জামা নিজেই ধোয় ।**

**গ্রামের পুরুষদের মধ্যে কুসংস্কার , বাচ্চা হলে স্বামী কিংবা পুরুষরা আঁতুড়ে ঘরে যেতে পারবে না৷ রসুই ঘরে কিংবা গোয়াল ঘরে রাখা হয় প্রসূতি মা ও সন্তানকে৷ কিন্তু লালমতি বেগমের শিক্ষক স্বামী এসব কুসংস্কার মানতেন না৷ তিনি বলতেন, আরে এসব কোন কথা নয়! তিনি খোঁজ খবর নিতেন, পুষ্টিকর খাবারের তদারকি করতেন৷**

**বড় ঘরে রাখতেন৷ লালমতির শ্বশুর মশাই এজন্য রাগ হয় যেতেন৷ কিন্তু বাবাকে কিছু বলত না ছেলে৷ তর্কে ও করত না৷**

**তাই ঠিক করলেন লালমতি বেগম ছেলের বাবাকেই জিজ্ঞাস করবেন, ডিকশনারি কী?**

**গৃহিনী লালমতি বেগম আর শিক্ষক সৈয়দ আহমদের তিন ছেলে চার মেয়ের ৷ এক মেয়ের পর, তিন ছেলে ৷ তারপর তিন মেয়ে ৷ বড় ছেলে যখন জম্মগ্রহন করেছে , তার শ্বশুর -শ্বাশুড়ি কী যে খুশি হয়েছিল! শ্বাশুড়ির সাত মেয়ের পর লালমতির স্বামীই একমাত্র ছেলে৷ তাই নাতি দেখে খুশি৷ দাদা-দাদীই নাম রেখেছেন সফিকুর রহমান৷ ডাকে সফিক বলে৷**

**বেশ কালো হল ছেলেটা ৷ওর বাবার মত গায়ের রং৷ কালো হলে কি হবে, বেশ মায়াবী চেহারা৷ ভোজন বিলাসী ও৷ তাঁর তিন ছেলে তিন ধরনের ৷ বড়টা কাল, ভোজন বিলাসী৷ মেঝটা ফর্সা লালমতি বেগমের মত, কিন্তু খুব বেঁছে বেঁছে খাবে৷ ছোটটা শ্যাম বর্ণ কিন্তু খুব দুষ্ট৷**

**তবে, তিনটাই অসম্ভব মেধাবী৷ ওর বাবার মত৷ লেখাপড়ার জন্য কখনও বলতে হয়নি৷ অতিথি ঝামেলা যাই হোক ওরা ওদের লেখাপড়া ঠিক রাখবে৷**

**আর হবেই বা না কেন? লালমতি বেগম নিজের শরীরের দিকে তাকান না ছেলে মেয়েদের খাবার তৈরি করতে৷ ছেলের বাবা একদিন বলেছিল, বাচ্চারা স্কুলে যাওয়ার আগে এবং স্কুল থেকে এসে যেন সব সময় খাবার পায়, সে ব্যবস্থা রেখ৷ ডিম পাড়া মুরগির যেমন খাবার বেশি খায়৷ উঠতি বয়সের বাচ্চাদেরও তেমনি খাবার বেশি লাগে"৷**

**নিজের কষ্ট হলেও তাই সব ঠিক করে রাখেন৷ কষ্ট শুধু মেয়েগুলোর জন্য৷ হাইস্কুল দূরে ৷ সাঁকো পার হয়ে, লুঙ্গী ভিজিয়ে ছেলেরা হাই স্কুল শেষ করে কলেজে গেছে৷ মেয়েরা প্রাইমারি শেষ করে আর অতদূরে হাইস্কুলে যেতে পারেনি৷ তাই ঘরের কাজে সাহায্য করে৷ ভাইদের সাহায্য করে ৷ ভাইয়েরাও ওদের জন্য দুঃখিত৷ তবু বই পুস্তক দেয় পড়তে৷**

**ছোট ছেলেটা ওর বাবার স্কুল থেকে মেট্রিক পরীক্ষা দেবে৷বড় আর মেঝটা চৌমুহনী কলেজে ভর্তি হয়েছে ৷লজিং থেকে পড়ালেখা করে৷ বড়টা সামনে কলেজে পরীক্ষা দেবে৷ মেঝটা এবার ভর্তি হয়েছে৷**

**শুক্রবার দেখে ছেলে দুটো বাড়ি এসেছে৷ ভালমন্দ রান্না করেছে ছেলেদের জন্য৷ লজিং বাড়ীর খাবার ভাল লাগেন না ।মাঝে মাঝে ওর বাবা তাই প্রায়ই রান্না করে নিয়ে যায় ৷**

**ছেলে তিনটা আর মেয়েরা খেতে বসছে৷ ওদের বাবাকে বাইরে কে যেন ডাকছে, সেখানে গেল৷**

**খেতে বসে মেঝটা বলল, মা একদিন লজিং বাড়ীওয়ালা শুধু শুঁটকী মাছ দিয়ে ভাত দিল ৷ আমি নাক বন্ধ করে খেলাম৷ সবাই খিলখিল করে হেসে উঠল৷ মেঝটা শুঁটকী মোটেই খেতে পারে না৷**

**বড়টা ছেলে হেসে বলল, কিরে! ঐ সেদিন নাকি!**

**এবার বলতে শুরু করল, মা শুনবেন সেদিন কী হল!**

**কলেজে গন্ডগোল হয়েছিল৷ পুলিশে গুলি করেছিল৷ অনেক ছেলেকে ধরে নিয়ে গেল৷ আমি কোন মতে, পালিয়ে এসেছি৷ আমার লজিং বাড়ী হতে হোসেনের লজিং বাড়ী তো খুব বেশি দূরে নয়৷ জামা কাপড় বদলিয়ে ওর লজিং বাড়ী গেলাম৷ দেখি ও নাই৷ পথে ওর এক বন্ধুর সাথে দেখা৷ বলল, ওর পিঠে রক্ত দেখেছে৷ শুনে আমি তো ভয়েই আধমরা ৷ কোথাও খবর না পেয়ে, আমার লজিং বাড়ী এসে, পুরান জামা একটা পরে এলোমেলো চুলে পাগল সেজে ক্যাম্পে গেলাম৷ যেখানে পা না দেওয়ার, সেই ময়লাতে পা দিয়ে পাগল হয়ে ওকে খুঁজেছি৷ পুলিশ একটা রাইফেল দিয়ে ঠেলা দিয়ে বলল, এই পাগল !**

**এই দেখেন বলে, বাহুতে খোঁচার চিহ্ন দেখাল সফিক৷ শিহরে উঠেন মা বোনেরা৷ তারপর?**

**অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও, ওকে দেখতে পেলাম না৷ অগত্যা আবার আমার লজিং বাড়ীতে সন্ধ্যার দিকে গিয়ে জামা পাল্টিয়ে ওর লজিং বাড়ী আবার গেলাম৷ সেখানে গিয়ে দেখি ও আসল৷**

**" কোথায় ছিলে হোসেন? মায়ের প্রশ্ন৷**

**"কোথায় ছিলে মেঝ ভাই? " বোনদের আর ছোট ভাইয়ের জিজ্ঞাসা৷**

**"আরে গোলাগুলি মাঝে পিঠে রক্ত লেগে গেল৷ এ শার্ট নিয়ে বাড়ী যাওয়া যায়?**

**দেওয়াল টপকে পার হয়ে শার্ট খুলে ফেললাম৷ আমার লজিং বাড়ীর আগেই লজিং বাড়ী সূত্রে পরিচিত একজনের বাড়ী ছিল, ওর বাড়ীতে গেলাম৷ ওরা আসতে দেয়নি৷ বলে, বাইরে শান্ত হোক৷**

 **মা বার বার মানা করে দিয়েছে এসব ঝামেলায় যাবি না৷**

**ছেলেদের খাওয়া শেষ হলে, ছেলের বাবা আসল৷ তাকে ভাত দিল৷ ওর বাবা আবার এক তরকারি দিয়ে ভাত খেতে পারে না৷ কয়েক রকম তরকারি লাগে৷ আজ রান্না করেছেন ও বেশি৷ পাতে তরকারি দিতে দিতে বলেন, সফি সকালে কি কেনার কথা বলল?**

**-ডিকশেনারি! একটা বই!"**

**"ও" মনে মনে হাসলেন লালমতি৷ আমি ভেবেছি, জলচৌকি না হয়, চেয়ার জাতীয় কিছু হবে!**

**দেখতে দেখতে চৌমুহনী কলেজ হতে বড় ছেলে সফিক ভাল ফলাফল করে, চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে ভর্তি হয়৷**

**রেজাল্ট যেদিন বেরুল, সেদিন আসতে সুন্দর একটা শাড়ী নিয়ে এসে বলল, মা সারাজীবন তো মোটা কাপড় পরলে, কষ্ট করলে ৷ এই আস্তে আস্তে দিন ফিরবে৷ আমি চাকুরি পেলে, হোসেন আইএ পাশ করে যেখানে ইচ্ছে ভর্তি হতে পারবে ৷ ছোটটা তো কুমিল্লা বোর্ডে স্ট্যান্ড করল, ও চৌমুহনী কলেজে ভর্তি হোক৷ এরপর দেখা যাবে!**

**যুদ্ধের ডামাডোল চারিদিকে৷ এ অজপাড়া গ্রামে এসেও লেগেছে৷ ছেলেদের বারবার নিষেধ করলেন এসবে যাবিনা৷**

**একাত্তরের একদিন, বাড়ি এসেছে সফিক৷ মাকে ঝিঙে পেড়ে দিল৷ পুকুর হতে মাছ ধরে দিল৷ মা ও বোনেরা মিলে রান্না করেছে, হঠাৎ দুপুরে আগ মূহুর্তে কোথায় জানি বেরুচ্ছে সফিক৷**

**মা বললেন, কোথায় যাস? ভাত খেয়ে যাস৷**

**" এই তো মা, আসি৷" বলে চলে গেল সফিক ৷ আর কোন খবর নাই৷ এক বন্ধু খবর দিল, মুক্তি বাহিনীতে যাবে বলল তাকে৷ কোথায়? কেউ জানেনা৷ হঠাৎ কয়েকদিন পর খবর পেল ,যুদ্ধে মারা গেছে সফিককে। কোথায় , কিভাবে কেউ সঠিক বলতে পারেনি।**

**" আমি এত টাকা দিয়ে নৌকা গড়ালাম কেরে আমার সে নৌকা ডুবাল!" বলে ধপাস করে পড়ে গেলেন ছেলের শিক্ষক বাবা ৷ জ্ঞান ফিরল একদিন পর । যুদ্ধের ভেতর কোথায় ডাক্তার?**

**সবাই বলে, কলিজায় (স্টোক ) ধরছে** **।**

**একমাস বেঁচেছিলেন কোন কথা ছাড়াই৷ তারপর নীরব নিথর৷ চলে গেলেন অজানা রাজ্যে৷**

**পর পর বড় ছেলে হারিয়ে, স্বামী হারিয়ে ঝাপসা চোখে লালমতি বেগম তাকায় শূন্যতায়৷**

**আবার বুক বাঁধে৷ দেশ স্বাধীন হয়েছে৷ যুদ্ধ শেষ হয়েছে৷ আরেকটা যুদ্ধ বাকি৷ দুই ছেলে আর মেয়েদের নিয়ে এগিয়ে গেছেন আরও বড় যুদ্ধে- জীবন যুদ্ধে৷**

**সেই যুদ্ধে ও প্রায় জিতেছিলেন তিনি৷ মেঝ ছেলেকে মানুষ গড়ার কারিগর -শিক্ষক, আর ছোট ছেলেকে বুয়েট ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার বানিয়েছেন৷ তবু দুনিয়ার সুখ দেখার আগে চলে গেছেন আসল সুখের ঠিকানায়৷**

 **এই লালমতি বেগম আমার দাদী ১৯৮৮ সালে মারা যান ৷ সফিক আমার শহিদ জেঠু। না ,মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট নেননি আমার দাদী। বলেছেন ছেলে উৎসরগ হল দেশের জন্য, কোন প্রতিদান চাই না।**

 **আমার জম্মের পূর্বেই চলে গেলেন জেঠু। তবু জাতীয় দিবসগুলোতে মনে পড়ে। তার প্র্যাকটিক্যাল খাতা দেখে আমি এঁকেছি। রচনা, ব্যাকরণ, Eassy, Grammer নোট খাতা পড়েছি।আল্লাহ যেন জান্নাতে পৌঁছায়।**